বাগেরহাট রেল বস্তিতে শিশু-স্বাস্থ্য চরম হুমকির মুখে

বাগেরহাট শহরের রেল স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী বস্তি এলাকার প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠছে। মা-বাবার অসচেতনতা, ঘিঞ্চি বসবাস, জলাবদ্ধতা, শুকরের যত্রতত্র মলমুত্র ত্যাগ ও অবাধ বিচরণই এর মুল কারণ। আর এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বেড়ে উঠছে শিশুরা।

বাগেরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্র রেল স্টেশন ও কো-অপারেটিভ ক্লথ মিলকে কেন্দ্র করে প্রায় ৪ একর জমির উপর অপরিকল্পিতভাবে বস্তি গড়ে ওঠে। চারিপাশে নর্দমা, অপরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রায় শতাধিক শুকরের বিচরণ, যেখানে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে উঠছে শত শত শিশু। আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন জটিল রোগে। শিশুর মেধার বিকাশ হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। আগামীদিনের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়ছে অসুস্থ। গড়ে উঠছে এক রুগ্ন ভবিষ্যৎ। যা জাতির কাছে অপ্রত্যাশিত।

সরকারী বা বে-সরকারীভাবে এদের উপর কোন নজরদারী নেই বললেই চলে। তাই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ শিশুরা বেড়ে উঠছে। বাগেরহাট শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা এ বস্তিতে ৯ মে '০৭ এমএমসি-র একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এ চিত্র ফুটে ওঠে।

স্বাধীনতার পর এই বস্তি গড়ে ওঠলেও এর পুর্ণাঙ্গ রূপ পায় ১০-১১ বছর আগে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। স্বল্প আয়ের ভুমিহীন মানুষেরা ছোট ছোট ঘর তুলে বসবাস করছে। পরিচ্ছন্ন কর্মী (মেথর), সুচিসহ অশিক্ষিত স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পেশার প্রায় পনেরো'শ মানুষ এই বস্তিতে বাস করে। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু। ১-৫ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় ২০০ জন, ৫-১০ বছরের শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫০ জন, ১০-১৫ বছর শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ জন এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। এমনিতেই ঘনবসতিপুর্ণ তার উপর অপরিকল্পিতভাবে ঘর তোলায় বর্ষা মৌসুমে পানি জমে এবং ভারি বর্ষনে ঘরের ভিতর পানি ওঠে যায়। ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সাথে সাথে প্রায় শতাধিক শুকরের অবাধ বিচরণ এবং মলমুত্রে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে।

যার ফলে রোগ ব্যাধি এদের নিত্যসঙ্গী। এই বস্তির অধিকাংশ শিশুই ভুগছে অপুষ্টিজনিত রোগ, পোলিও, হুপিংকাশি, হামজ্বর, যক্ষা প্রভৃতি জটিল রোগে। প্রায় সকল শিশুর স্বাস্থ্য ভঙুর, বস্তির শিশুরা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা কি? এ সম্পর্কে শিশুরাতো দুরের কথা অভিভাবকরাও জানে না। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, আমাশয়, বিভিন্ন পানি-বাহিত রোগ সর্দিকাশি, যক্ষাসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যার ফলে এরা ভবিষ্যতে সমাজের কোন কাজে তো আসবেই না বরং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। শুকর ও বস্তির ছোট্ট শিশু একে অপরের খেলার সাথী।

পুষ্টিহীনতা ও রক্তশুন্যতায় ভোগা মা ও শিশুদের সংখ্যাই ছিল বেশি (তবে চেহারায় তাদের অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলেও মানসিকতায় তারা শতভাগ সুস্থ)। সুস্থ মা; সুস্থ জাতি, অল্প বয়সে বিবাহ, গর্ভধারণ, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার, ঘনঘন সন্তান জন্ম দেওয়া, গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা না পাওয়ার কারণে শিশু নানাবিধ জাটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এ সম্পর্কে অধিকাংশ বস্তিবাসীর কোন ধারণা নেই।

জরাজীর্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিন সন্তানের জননী কল্পনা রানী হালদার (২৭) তার ৯ মাসের শিশু সন্তান পলাশ-কে কোলে নিয়ে বললেন, নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায়, তাদের আবার শিশু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়ার সময় কোহানে। যেহানে তিনবেলা মোটাভাত আর মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা নেই।

এ বস্তিতে এরকম মায়ের সংখ্যা অনেক। এই বস্তিরই পারুল (৩০), মরিয়ম (৩৫), রিজিয়া (৫৫) জানায় যে, বস্তির অধিকাংশ শিশুদেরই জ্বর, কাশি, চিকেন পক্স বিভিন্ন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ লেগেই থাকে। অনেকের এমনিতেই সেরে যায়। বেশিদিন ভুগতে থাকলে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে যায়। অনেক সময় সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আবার

ডাক্তার ভাল আচরন করে না।

তাদের নিকট থেকে আরো জানা যায় যে, অনেকে খুব অল্প বয়স থেকে বিভিন্ন নেশা শুরু করে। যার কারণে তাদের শরীর খারাপ হয়। এরকম শিশু মোহন (৮) ঘুমের ট্যাবলেট ও গুল খায়, সুশান্ত (১০) গাঁজা খায়, এসব কথাও জানায় তারা। অনেকের বাবা-মা তাদের শিশুদের দিকে খেয়াল দেয় না; বরং সকালে উঠেই বস্তা হাতে পাঠিয়ে দেয় টোকাই কাজে বা অন্য কোনো কাজে।

অনেকের আবার কিশোরী বয়সেই বিয়ে হয়; তাতে করে ওদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং তাদের যে সন্তানের জন্ম হয় তাদের স্বাস্থ্যের পরিচর্যা ওরা বোঝে না। আবার বাচ্চাদের দেখাশুনা করার সময় নেই অনেকেরই। সকালে উঠেই কাজে চলে যায়। তাদের সন্তানেরা তো ইচ্ছামত বেড়ে ওঠছে; তাতে আবার যত্ন নেবার দরকার কি?

বস্তিবাসীদের নিকট থেকে জানা যায় যে, গত ৫ বছরে এই বস্তিতে ৮-৯টি শিশু মারা গেছে। তাদের মারা যাবার সঠিক কারণ কেউ বলতে পারে না। বস্তিবাসী রশিদ (২৫) জানায় যে, ৫-৬ মাস আগে তার ৩ মাসের শিশু সন্তান নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ডাক্তারের কাছে নিলেও তাকে বাঁচাতে পারেনি।

রশিদ ওরফে থাইল্যান্ড রশিদ (৪০) জানায় যে, তার ১০ বছরের ছেলে আদার স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তার ৪/৫ বছর বয়সের সময় জ্বর হয়। জ্বরের সাধারণ ঔষুধ খাওয়ানোর পরে জ্বর কমে যায়। কিন্তু তার ছেলে এখন হাঁটতে পারে না, স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশও তার হয়নি। বিভিন্ন বড় বড় ডাক্তাররাও তার ছেলের রোগের নাম বলতে পারেনি। মর্জিনা (২৫) ও ডলি রাণী দাস (২৮) জানায় যে, অভাবের কারণে তারা তাদের সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে পারে না। ঠিকমত চিকিৎসা করাতে পারে না। অধিকাংশ সময়ই তারা ওঝা-বদ্যিদের কাছে ঝাড়-ফুক, তাবিজ-কবজ ও পানি পড়ার উপর নির্ভরশীল।

স্বামী পরিত্যক্তা জাহানারা (৪০) বললেন, ৮-৯ বছর আগে তার ৩ মাসের কন্যা সন্তানকে শুকরে কামড়ে মেরে ফেলে। কিন্তু এখনও অনেকে এ বস্তিতে শুকর পোষে।

পৌরসভার পানির সাপ্লাই এর একটি লাইন থাকলেও বস্তিবাসীরা যথেষ্ট পানি পায় না। আর সেই পানি ধরার ব্যবস্থাটাও অস্বাস্থ্যকর। তাই বেশিরভাগ বস্তিবাসীই বস্তির পাশেই রেল লেকের পানি (গোসল, কাপড় ধোয়া, হাঁড়িপাতিল ধোয়া প্রভৃতি) ব্যবহার করে। কিন্তু এই লেকের চারপাশের বাসিন্দাদের রয়েছে প্রায় ১০/১২টি কাঁচা পায়খানা। যা লেকের পানিকে অনবরত দুষিত করে।

দশ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া সোনিয়া বলে যে, তিনবলো ভাত খাবার নিশ্চয়তা নেই, তার আবার স্বাস্থ্য সেবা। বস্তিতে বসবাসকারী স্কুল ছাত্রী শিল্পা হালদার (১২) বলে,স্বাস্থ্য সেবার কথা বই পুস্তকে পড়ে জেনেছি। কিন্তু পিতার অভাবের সংসারে তা বাস্তবায়ন করতে পারছিনা। সে আরো বলে, সুষম খাবার থেকে আমরা বঞ্চিত।

বস্তি এলাকার শুভেচ্ছা শিশু রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফরিদা বেগম বলেন যে, বস্তিতে অনেক শিশু থাকলেও তাদের মধ্যে থেকে ১৩০জন এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে থেকে গড়ে প্রতিদিন ৫০ জন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার এই শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করতে ক্লাস নেওয়া হয়। তিনি জানান, এই বস্তি এলাকার শুকর গুলো মলমুত্র ত্যাগ করে বিদ্যালয়ের পরিবেশে দুষিত করে। তিনি মনে করেন পৌরসভার উচিত শুকরগুলো নিষিদ্ধ করা অথবা নির্দিষ্ট স্থানে আটকে পালন করার ব্যবস্থা করা। তিনি আরো জনান যে, এই বস্তির প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ রিং-স্লাব পায়খানা ব্যবহার করে।

শুকর পালক গাদ্দালাল হেলা (৭৫) জাতিতে একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী (মেথর)। সে জানায় , ১৯৬২-৬৩ সালে সে এখানে আসে। তখন ৪টি পরিবার বাস করত। তখন থেকে সে এখানে শুকর পালন করে আসছে। এখন এখানে তাদের গোষ্ঠীর লোকের ৬০/৬৫টি শুকর আছে। এক প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, শুকর পরিবেশ নষ্ট করে না। এতদিন ধরে তো আমরা আছি। আমাদের তো কোন রোগ হয়নি। আর আমাদের বিভিন্ন পর্বনে শুকর লাগে। তাই তার পক্ষে শুকর পোষা বাদ দেওয়া অসম্ভব।

জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত শিশু অধিকার সনদের এ উল্লেখিত শিশুস্বাস্থ্যসেবা থেকে এই বস্তির শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সকলের এগিয়ে এসে কাজ করা দরকার আগামী দিনের সুন্দর জাতি গঠনে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন: মাহমুদ হাসান, অলিপ ঘটক, ফারজানা জেমিন স্মরণী, চপলা হালদার